দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ..08 AUG 2007...
পৃষ্ঠা .. ৪ .. কলাম ..২.......

শিক্ষা বাণিজ্য ॥ আউটার ক্যাম্পাস

প্রাইভেট ভার্সিটির বৈধ অবৈধ সকল আউটার ক্যাম্পাসে নতুন করে ছাত্র ভর্তি করা যাবে না॥ দূরশিক্ষণও চলবে না॥ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত

মোশতাক আহমেদ ॥ শিক্ষার নামে সার্টিফিকেট বাণিজ্য বন্ধ করতে দেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল আউটার ক্যাম্পাস বন্ধের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এতে করে বৈধ-অবৈধ সকল আউটার ক্যাম্পাসে নতুন করে আর ছাত্র ভর্তি করা যাবে না। বর্তমানে প্রায় অর্ধশত আউটার ক্যাম্পাস রয়েছে বলে জানা গেছে। একই সঙ্গে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দূর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিএড-এমএড প্রোগ্রামও বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি সার্টিফিকেট বাণিজ্যকারী এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থাও নেয়া হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নিতে গঠন করা হবে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় মঙ্গলবার এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। অন্যদিকে যে সব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এখনও নিজস্ব ক্যাম্পাসে যায়নি তাদের অবিলম্বে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য তাগিদের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বৈঠকে উপস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম জনকণ্ঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেছেন, বৈধ-অবৈধ সকল আউটার ক্যাম্পাসের বিরুদ্ধেই আইন ও নীতি নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে শিক্ষা বাণিজ্যের ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। তিনি এজাতীয় কিছু প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষার নামে এক ধরনের সার্টিফিকেট সনদ। বাণিজ্য লিপ্ত হয়েছে তারা। যারা অনুমোদন নিয়েছে তারাও একই কাজ করছে। আবার যারা অনুমোদন নেয়নি তারাতো সনদ বাণিজ্য করছেই। এসব আউটার ক্যাম্পাসে অনেক স্কুল-কলেজের শিক্ষকরাও ক্লাস নিচ্ছেন। এতে করে আমরা নিম্ন শিক্ষিত জনগোষ্ঠী পাচ্ছি। এসব কারণেই সরকার বেসরকারী

(২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষা বাণিজ্য ॥ আউটার

(প্রথম পাতার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল আউটার ক্যাম্পাস বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন থেকে এসব প্রতিষ্ঠানে নতুন করে আর ছাত্র ভর্তি করা যাবে না। তবে অনুমোদনপ্রাপ্ত যেসব ক্যাম্পাসে ইতোমধ্যে ভর্তি করা হয়েছে তাদের গ্র্যাজুয়েট শেষ না হওয়া পর্যন্ত চালু থাকতে পারবে। তিনি আরও জানান, শুধু আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ নয়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দূর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিএড-এমএড প্রোগ্রামও বন্ধের সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে মূল ক্যাম্পাসে এই কোর্স চালু থাকবে। তিনি জানান, যে সব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এখনও নিজস্ব ক্যাম্পাসে যায়নি তাদের অবিলম্বে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য আবারও তাগিদ দেয়া হবে। ইতোমধ্যে কয়েকবার তাগিদ দেয়া হয়।

দেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অভিযোগের পরিমাণ পাহাড় সমান। অনিয়ম ও নিয়মনীতি না মানায় ইতোমধ্যে পাঁচটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিলেও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম বন্ধ হয়নি। শিক্ষার নামে বাণিজ্যই প্রধান চরিত্র এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অব্যবস্থা ও অসঙ্গতির চিত্র খোদ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনেও বার বার ফুটে উঠেছে। আউটার ক্যাম্পাসের নামে সার্টিফিকেট বাণিজ্যের চিত্রও ফুটে ওঠে মঞ্জুরি কমিশনের রিপোর্টে। মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান থেকে বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম দু'জনই উপলব্ধি করতে পারেন এসব আউটার ক্যাম্পাসে শিক্ষার নামে মূলত সার্টিফিকেট বাণিজ্য হচ্ছে। নানা অভিযোগের খবর সরকারের কানেও যায়।

মঞ্জুরি কমিশন সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে প্রায় দশটির মতো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আউটার ক্যাম্পাস খুলে সার্টিফিকেট বাণিজ্য করছে। এই দশটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হলো নর্দার্ন, প্রাইম, দারুল ইহসান, রয়েল, ইআইটিএস, ইউএসটিসি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, আহসানউল্লাহ ইউনিভার্সিটি, লিডিং ইউনিভার্সিটি। এরমধ্যে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন থাকলেও বাকিগুলো অনুমোদন ছাড়াই শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া শান্তা মারিয়ম, সাউথ ইস্ট, এশিয়ান ইউনিভার্সিটিসহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় দূর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিএড-এমএড কোর্স পরিচালনা করছে, যেখানে স্রেফ সার্টিফিকেট বিক্রি হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে শুরু করে সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরে এসব অভিযোগের স্তূপ পড়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে জমা দেয়া এক অভিযোগপত্রে বলা হয়, কিছু সংখ্যক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নভিত্তিক উচ্চ বিদ্যালয়কে ক্যাম্পাস করেও এসএসসি/এইচএসসি পাস কো অর্ডিনেটর নিয়োগ দিয়ে বিএড ও এমএড শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে সনদ প্রদান করছে, যা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগত শিক্ষার সঙ্গে তাদের দূর শিক্ষণ শিক্ষার কারিকুলামের কোন মিল নেই। আরেক অভিযোগপত্রে বলা হয়, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য সরকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা শহরগুলোতে টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অনুমোদন দিয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলামের আওতায় এক বছর প্রশিক্ষণ শেষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষকদের বিএড সার্টিফিকেট প্রদান করে। কিন্তু দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব টিউটরিয়াল কেন্দ্র খোলা হয়েছে তাতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের নামে বিএড সার্টিফিকেট বিক্রির বাণিজ্য চলছে। তার অভিযোগ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজস্ব কারিকুলাম, নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর যা বাসা থেকে লিখে কেন্দ্র প্রধানের কাছে জমা দিলেই সার্টিফিকেট মেলে।

আর শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য বন্ধ করতেই শিক্ষা সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাস ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন দূর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিএড ও এমএড কোর্স বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া। বিষয়টিকে শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা ইতিবাচক হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য কোন ভাবেই কাম্য নয়। প্রসঙ্গত এর আগে ৫৬টি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখাকে অবৈধ ঘোষণা করে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। এছাড়া শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য করতে 'বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ২০০৭' উপদেষ্টা পরিষদের সভায় নীতিগত অনুমোদন হয়েছে শনিবার। এটি কার্যকর হলে শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্যের পথ আরও রুদ্ধ হবে। এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আরেকটি সভায় যেসব সরকারী শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিংয়ের সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে।